যুগান্তর

তারিখ : 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

বাকৃবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের গোলাগুলিতে শিশু নিহত

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ চলাকালে নিহত শিশু রাব্বী — যুগান্তর

আহত অর্ধশতাধিক : হলে আগুন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

ময়মনসিংহ ব্যুরো/বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষ গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। টানা চার দিন ধরে দফায় দফায় হামলা আর গোলাগুলিতে শনিবার আরও ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে বাকৃবি সংলগ্ন বয়ড়া এলাকার রাব্বী (১০) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে অর্ধশত। তবে চার দিন ধরে এ সংঘর্ষ চললেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতি নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংঘর্ষের সময় পুলিশকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখা গেছে।

নিহত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

নিহত : বাকৃবিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে শনিবার বিকালে ক্যাম্পাসের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে ছাত্রদের ও আজ সকাল ৮টা মধ্যে ছাত্রীদের হল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাত ৭টায় এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের বাকৃবি শাখার সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রকিবুজ্জামান ইমনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন ধরে বাকৃবিতে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে চলমান সংঘর্ষের জের ধরে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের জব্বার মোড় থেকে লন্ডন ব্রিজ এলাকাজুড়ে আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ। এ সময় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের নেতাকর্মীরা পুলিশ ও প্রশাসনের সামনে ব্যাপক গোলাগুলি, দফায়-দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্যাম্পাস। এ সময় ১০ থেকে ১৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। এদিকে ক্যাম্পাসের লন্ডন ব্রিজ এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্যে গোলাগুলির সময় ছাত্রলীগ নেতার ছোড়া গুলি মাথায় লেগে গুরুতর আহত হয় পথচারী শিশু রাব্বি (১০)। পরে বিকাল ৪টার দিকে গুরুতর অবস্থায় রাব্বীকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাব্বী ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী বয়ড়া এলাকার মোস্তফা চালক দুলালের ছেলে। এদিকে রাব্বীর নিহতের খবরে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশা খাঁ হল, শহীদ জামাল হোসেন হল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল এবং শহীদ শামসুল হক হলের বিভিন্ন কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় হলগুলোতে ব্যাপক ভাংচুর চালিয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নগদ অর্থসহ মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এলাকাবাসী। এতে ২টি হল ভস্মীভূত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক শাহিন মাহমুদ এবং শহীদ জামাল হোসেন হলের সাংগঠনিক সম্পাদক অন্তু বণিক গুলিবিদ্ধ হন।

আধিপত্য বিস্তার, পূর্বশত্রুতা, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য প্রশাসন ও ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের রাগারাগি নিয়ে এ সংঘর্ষ শুরু হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও বর্তমান কমিটির মেয়াদ আগামী এপ্রিল মাসে শেষ হওয়ার কথা। তাই নতুন কমিটি গঠন নিয়েও এ সংঘর্ষ বাধতে পারে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে গত বুধবার সন্ধ্যায় বাকৃবিতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার সময় কমপক্ষে ১৩ রাউন্ড গুলি ছোড়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা। অন্যদিকে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ন্যূনতম ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে। এদিকে সংঘর্ষের পর রাত ৭টার দিকে সভাপতি নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড়ের ৮-১০টি দোকানে ভাংচুর চালায়। অন্যদিকে সংঘর্ষের সময় ক্যাম্পাসের এক সাধারণ শিক্ষার্থীও গুরুতর আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পূর্বশত্রুতার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ কর্মী ইমরানের সঙ্গে ঈশা খাঁ হলের ছাত্রলীগ কর্মী মুস্তাফিজের কথা কাটাকাটি ও মারামারির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা মীমাংসার পরে ঈশা খাঁ হলের ৮ ছাত্রলীগ কর্মী হলে ফিরে যাওয়ার সময় অতর্কিত বঙ্গবন্ধু হলসহ সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ নিয়ন্ত্রিত তিন হলের প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। হামলায় ঈশা খাঁ হলের ৮ কর্মী আহত হয়। এদিকে বুধবারের ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ এলাকায় সাধারণ সম্পাদক রকিবুজ্জামান ইমন নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের ২০-৩০ নেতাকর্মী সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ নিয়ন্ত্রিত বঙ্গবন্ধু হলের কৃষি অনুষদের ২য় বর্ষের নিবিড় নামের এক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। অন্যদিকে সভাপতি গ্রুপের নেতাকর্মীরা সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মাস্টার্স শিক্ষার্থী রানাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে লাঠিসোটা দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

বাকৃবি ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বাকৃবি ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাকৃবি কমিটির সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রকিবুজ্জামান ইমনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাকৃবি ছাত্রলীগের সভাপতি শামসুদ্দিন আল আজাদ বলেন, আমরা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালাচ্ছি।